দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 8 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এমপিওভুক্ত হলো ১০২২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কার্যকর গত ১ জানুয়ারি থেকে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বহুল প্রতীক্ষিত নতুন এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.moedu.gov.bd) এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

এমপিওভুক্ত হলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবার মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ২২টি। এর মধ্যে ১৫১টি ভোকেশনাল মাধ্যমিক স্কুল, ১৮টি ডিগ্রি কলেজ, ১৩০টি দাখিল মাদ্রাসা, ২৭টি আলিম মাদ্রাসা, ৬টি ফাজিল মাদ্রাসা, ৫০টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ১৬১টি এইচএসসি (বিএম), ২২৮টি জুনিয়র স্কুল, ১৪টি স্কুল এন্ড কলেজ এবং ২০৪টি সেকেন্ডারি স্কুল এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। কঠোর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে এমপিওভুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। প্রায় অর্ধযুগ পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হলো। চলতি অর্থবছরে এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে এমপিওভুক্তির নির্দেশমালা ও [illegible] ফর্ম প্রকাশ করে। পরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এমপিওভুক্তির আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষা সচিব বরাবর আবেদন করতে বলা হয়। ৭ হাজার ৫৩০টি প্রতিষ্ঠানের আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে বৈধ আবেদনের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। ৭ হাজারের মধ্যে যারা শর্ত পূরণ করতে পেরেছে তাদের মধ্য থেকে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলো।

দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকার পর গত আগস্টে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি এমপিওভুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয় চলতি অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মোট এক হাজার ৫০ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছিল। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্ত করলো প্রায় এক হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি একটি নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরের জন্য এমপিওভুক্ত করা হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারি [illegible] ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ গ্রহণ করবেন। বিধান অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারি বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পাবেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা কোটা পূরণ করতে হবে। তবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে কর্মরত প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে মহিলা কোটার শর্ত শিথিল করা হয়েছে।

নির্দেশনায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানবিক শাখা/ বিজ্ঞান শাখা/ব্যবসায় শিক্ষা শাখাসহ অন্যান্য শাখা ট্রেডের শিক্ষক ও কর্মচারিদের বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের জন্য জনবল কাঠামো ২০১০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখা/ট্রেড চালুর শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। নিবন্ধন প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে বিধিসম্মতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারিগণ এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন। কিন্তু পরে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক কর্মচারিদের এমপিওভুক্তির জন্য অবশ্যই নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন হবে। এমপিওভুক্তির আদেশ ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

এমপিও পাওয়া জুনিয়র স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ডিগ্রি কলেজ, আলিম মাদ্রাসার তালিকা আজ ইত্তেফাকে ছাপা হলো। এমপিও পাওয়া অবশিষ্ট দাখিল মাদ্রাসা, ফাজিল মাদ্রাসা, ভোকেশনাল মাধ্যমিক স্কুল ও এইচএসসি (বিএম) প্রতিষ্ঠানের তালিকা আগামীকাল ছাপা হবে।